FEB. 2 _ 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ .....

ভোরের কাগজ

সম্পাদকীয়

শুক্রবার ২০ মাঘ ১৪০৭
২ ফেব্রুয়ারি ২০০১

পাঠ্যপুস্তক সংকট চলছেই

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে বিলম্বের কার্যত কোনো সুরাহা এখনো হয়নি। প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে দেশের নানা স্থানে চাহিদার চেয়ে অনেক কম পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের খবর। এই পাঠ্যপুস্তক সংকটকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর অসাধু বইব্যবসায়ী নানা রকম অন্যায় সুবিধা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত দাম নিয়ে পাঠ্যবই বিক্রি করা হচ্ছে। স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটছে। ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকের দাবিতে এখন পথে নেমে মিছিল, সমাবেশ, অনশন করছে, অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন।

একটি দৈনিকের খবর অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে বই সরবরাহের অবস্থা একটু ভালো, এ স্তরে ৬৬ শতাংশ বই সরবরাহ করা হয়েছে। ভয়াবহ অবস্থা চলছে মাধ্যমিক স্তরে— চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ বই সরবরাহ করা হয়েছে। তারপর প্রশ্ন আছে যেসব পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়েছে তার মান নিয়ে। ইতিমধ্যেই জানা গেছে সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বিস্তর ভুল রয়ে গেছে, তাছাড়া ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ নিম্নমানের। ফলে বই পাওয়া গেলেও তা কতোদিন ব্যবহারের যোগ্য থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যারা এখন নির্ধারিত দামের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি দিয়ে এই নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, তাদের যে কয়েক মাস পরে একই বই আবার কিনতে হবে না তার নিশ্চয়তা কি?

উল্লেখ্য; পাঠ্যপুস্তক যে এবার সময় মতো বাজারে সরবরাহ করা যাবে না সে আশঙ্কার কথা গত ডিসেম্বরেই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি ও পাঠ্যপুস্তক ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠানের অতি আত্মবিশ্বাসের কারণে সেই সতর্কবাণী কানে তোলা হয়নি। এখন তাদের সব জারিজুরি বেরিয়ে পড়েছে এবং এই ব্যর্থতার জন্য গোটা সরকারকেই অপ্রস্তুত ও রাজনৈতিকভাবে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। নির্বাচনের বছরে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিয়ে এই বিলম্ব ও কেলেঙ্কারির মধ্যে অনেকেই ষড়যন্ত্রের গন্ধও খুঁজছেন।

বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে ফেব্রুয়ারি মাসের আগে পাঠ্যপুস্তক সংকট কাটবে বলে মনে হয় না। প্রশ্নটা হলো, যারা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তাদের কি এ জন্য কোনো রকম জবাবদিহি করতে হবে না? সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, চুক্তি মোতাবেক সময় মতো বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এখন বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠান পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া ইতিমধ্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপার জন্য প্রতিষ্ঠান তিনটির বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যবই সরবরাহের পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

সকল পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তিনটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা হয়তো ঠিকই আছে, কারণ তা না হলে আইনগত জটিলতার ব্যাপারটা আরো তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই ব্যর্থতা ও অদক্ষতার দায় থেকে তারা যেন অব্যাহতি না পায়। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কাজ পেয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে বা সময় মতো বই প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। না হলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে না।

বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে ফেব্রুয়ারি মাসের আগে পাঠ্যপুস্তক সংকট কাটবে বলে মনে হয় না। প্রশ্নটা হলো, যারা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তাদের কি এ জন্য কোনো রকম জবাবদিহি করতে হবে না?